গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প
খামারবাড়ি, ঢাকা- ১২১৫

ভিয়েতনাম থেকে সংগৃহীত উন্নত ও খাটো (ওপি) জাতের নারিকেল চাষ পদ্ধতি

নারিকেল বাংলাদেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল। এটা এমন এক বৃক্ষ যার প্রতিটি অংগ জনজীবনে কোন না কোন ভাবে কাজে আসে। এ গাছের পাতা, ফুল, ফল, কান্ড, শিকড় সব কিছুই বিভিন্ন ছোট-বড় শিল্পের কাঁচা মাল, হরেক রকম মুখরোচক খাবার তৈরীর উপকরণ, সুস্বাদু পানীয় ও রোগীর পথ্য হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। ইহা পৃথিবীর অপূর্ব গাছ, তথা 'স্বর্গীয় গাছ' হিসাবে সবার নিকট সমাদৃত ও সুপরিচিত।

আমাদের দেশে নারিকেলের যে সব জাতের প্রচলন আছে সেগুলো মূলতঃ লম্বা জাতের, ফলন তুলনামূলকভাবে কম, ফল প্রাপ্তির সংখ্যা গড়ে বছরে সর্বোচ্চ ৩০-৪০টা। দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে আগে থেকেই লম্বা জাতের নারিকেল চাষের প্রচলন আছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে এগুলোর ঝড়ো হাওয়া সহণশীলতা কম। পক্ষান্তরে খাটো আধুনিক জাতগুলো অল্প সময়ে ফল দেয়া আরম্ভ করে, ফলদান ক্ষমতা অনেক বেশী এবং ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে না।

নারিকেল গাছের লবণাক্ততা সহিষ্ণু গুণ খুব বেশী। বর্তমান সরকার দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জেলাগুলোর পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করছে। এ সব এলাকায় নারিকেল চাষের জন্য অতি অনুকূল অবস্থা বিরাজ করছে। এ বিবেচনায় ভিয়েতনাম থেকে খাটো ও উন্নত জাতের নারিকেল চারা এনে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে ব্যাপক সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

জাত ঃ ভিয়েতনাম থেকে সংগৃহীত খাটো জাত দু'টি হলোঃ

(ক) সিয়াম গ্রীন কোকোনাট (Dua Xiem Xanh) ঃ ডাব হিসাবে ব্যবহারের জন্য এ জাতটি অতি জনপ্রিয়। এ জাতের ফলের রং সবুজ, আকার কিছুটা ছোট, প্রতিটির ওজন ১.২-১.৫ কেজি। ডাবে পানির পরিমাণ ২৫০-৩০০ মিলি। গাছ প্রতি বছরে ফল ধরে গড়ে ১৫০টা।

(খ) সিয়াম ব্লু কোকোনাট (Dua Xiem Luc) ঃ এটিও অতি জনপ্রিয় জাত, এটা ২০০৫ সালে উদ্ভাবন করা হয়। এটা কৃষকের খুব পছন্দের জাত। চারা রোপনের আড়াই থেকে তিন বছরের মধ্যেই ফল ধরে, ফলের রং গাঢ় সবুজ, ওজন ১.২-১.৫ কেজি, ডাবের পানির পরিমাণ ২৫০-৩০০ মিলি। ডাবের পানি অতি মিষ্টি এবং শেল্‌ফ লাইফ বেশী হওয়ার কারণে এ জাতের ডাব বিদেশে রপ্তানী করা যায়। গাছ প্রতি বছরে ফল ধরে গড়ে ১৫০টা। এ জাতের চারা লাগানোর দু'আড়াই বছরের মধ্যেই ফুল ফোটা আরম্ভ হয়, দেশী লম্বা জাতের মতো ফুল হতে ৭-৮ বছর সময় লাগে না।

মাটি ঃ প্রায় সব ধরণের মাটি নারিকেল চাষের জন্য উপযোগী। তবে অতি শক্ত, কাঁকর শিলাময় মাটি হলে প্রায় দেড় মিটার চওড়া ও দেড় মিটার গভীর করে গর্ত তৈরী করে গর্তটি জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ উপরিভাগের মাটি ও সার দিয়ে ভরাট করে গাছ লাগালে গাছ সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠবে। জমিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেশী হলে একই পন্থা অবলম্বন করে নারিকেল চারা লাগানো যাবে।

রোপন সময় ঃ শুকনা মৌসুমে সেচের সুবিধা থাকলে অথবা বসতবাড়ীতে সারা বছরই রোপন করা যাবে।

রোপন দূরুত্ব ঃ বসতবাড়ীতে স্বল্প সংখ্যক গাছ লাগানো হলে ৫ মিটার দূরুত্বই যথেষ্ট। বাগান আকারে ৬ মিঃ দূরুত্বে রোপন করা যাবে। ১মি. x ১মি. x ১মি. মাপের গর্ত তৈরী করা প্রয়োজন। এটেল মাটির ক্ষেত্রে গর্তের গভীরতা ঠিক রেখে চওড়ায় ২০-৩০ সেঃ বেশী বাড়াতে হবে। গর্ত তৈরী করে ৪-৫ দিন রোদে রাখার পর জৈব ও রাসায়নিক সার মিশ্রিত উপরিভাগের মাটি দিয়ে ভরাট করে কয়েক বালতি পানি দিয়ে রেখে দেয়ার ২-৩ সপ্তাহ বাদে এ মাদায় চারা রোপন করা যাবে। গর্তের তলায় বা নিচের স্তরে ১০-১৫ সেঃ মিটার চওড়া করে নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে ভরাট করা হলে তা বাতাস চলাচল ও শিকড় ছড়ানোর জন্য সহায়ক হবে।

গর্তে সার প্রয়োগ ঃ পঁচা গোবর বা আবর্জনা পঁচা সার ২০-২৫ কেজি, কেঁচো সার ২ কেজি, হাড়ের গুড়া ১ কেজি, নিমের খৈল ৫০০ গ্রাম, টিএসপি ৩০০ গ্রাম, এমওপি ৩৫০ গ্রাম, জিঙ্ক সালফেট ১০০ গ্রাম, বোরণ/বোরিক এসিড ২০০ গ্রাম, ফুরাডান/ বাসুডিন ৫০ গ্রাম এবং ম্যানকোজেব দলীয় ছত্রাকনাশক ১০ গ্রাম।

চারা রোপন ঃ চারা রোপনের জন্য ২৫ সে. মি. চওড়া ও ৫০ সে. মি. গভীর গর্ত করে নিয়ে তাতে চারা লাগাতে হবে। এ সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন (ক) চারাটি জমি হতে ২০-২৫ সে. মি. নিচে বসানো হয়, (খ) গোড়ার অংশ কিছুটা উম্মুক্ত থাকবে বা গোড়ার নারিকেলের অংশবিশেষ কিছুটা দেখা যাবে। নিচু করে লাগানোর কারণে বাইরে থেকে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষার জন্য ৪০-৫০ সে. মি. দূরে ১০-১৫ সে. মি. উঁচু করে চারদিকে বাধ দিতে হবে। পুকুরের ধার বা পাহাড়ের ঢালে চারা লাগানোর ক্ষেত্রে আরও ১০ সে. মি. নিচে লাগাতে হবে।

সার প্রয়োগ ও সেচ প্রদান ঃ চারা রোপনের প্রতি ৩ মাস পর পর নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করা হবেঃ

চারার গোড়া থেকে ২০ সে. মি. দূরুত্বে ২০ সে. মি. চওড়া ও ১০ সে. মি. গভীর নালায় সারগুলো প্রয়োগ করতে হবে। পরের প্রতিবার চারার গোড়া থেকে আগের বারের চেয়ে ৫-৭ সে.মি. আরও দূরে সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পর ১৫-২০ লিঃ পানি দিয়ে গাছের গোড়া ভেজাতে হবে।

ক্রঃ নং	আইটেম	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর ও উর্দ্ধে
১.	পঁচা গোবর/ আবর্জনা পঁচা সার (কেজি)	৪০	২৫	২৫	৩০
২.	ছাই (কেজি)	১০	১০	১০	১০
৩.	কেঁচো সার (কেজি)	২	৩	৪	৫
৪.	হাড়ের গুড়া/শুটকির গুড়া (কেজি)	২	২	২	২
৫.	ইউরিয়া (গ্রাম)	৬০০	১২০০	১৪০০	১৬০০
৬.	টিএসপি (গ্রাম)	৩০০	৪০০	৬০০	৮০০
৭.	এম ও পি (গ্রাম)	৪০০	৬০০	১০০০	১৫০০
৮.	ম্যাগনেসিয়াম সালফেট (গ্রাম)	১০০	১৫০	১৫০	১৫০
৯.	বোরন (গ্রাম)	৫০	১০০	১০০	১০০

বিঃ দ্রঃ ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ও বোরন সার ৬ মাসের ব্যবধানে বছরে দু'বার প্রয়োগ যোগ্য

পরিচর্যা ঃ নারিকেল বাগান বিশেষ করে গাছের গোড়ার চারধার সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। প্রথম ২ বছর গাছের গোড়া থেকে ৬০-৭০ সে. মি. দূরে বৃত্তাকারে চারিদিকের অংশে কচুরী পানা শুকিয়ে ছোট করে কেটে ৮-১০ সে. মি. পুরু করে মালচিং দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পরে ক্রমান্বয়ে পরিধি বাড়িয়ে ২ মিটার দূর পর্যন্ত ফলন্ত গাছে নিয়মিত মালচিং এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে গাছের গোড়া ঠান্ডা থাকবে, আগাছা জন্মাবে না, মাটির রস সংরক্ষিত থাকবে এবং পরবর্তীতে এগুলো পঁচে জৈব সার হিসাবে কাজ করবে। তবে এভাবে মালচিং দেয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন তা গাছের কান্ডকে স্পর্শ না করে, গাছের গোড়ার অংশ কমপক্ষে ৮-১০ সে. মি. ফাঁকা থাকবে।

রোগ ও পোকা-মাকড়ের পরিচর্যা ঃ

বাড রট/কুঁড়ি পচা ঃ রোগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ৪-৫ গ্রাম প্রোপাকোনাজল ও ম্যানকোজেব গ্রুপের রোগনাশক মিশিয়ে কুঁড়ির গোড়ায় স্প্রে করতে হবে ২১ দিন পরপর ২-৩ বার।

ফল পচাঁ ঃ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ম্যানকোজেব গ্রুপের রোগনাশক মিশিয়ে আক্রান্ত ফলে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

পাতার ব্লাইট ঃ পরিমিত সার প্রয়োগ করলে ও যথাসময়ে সেচ এবং নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে রোগের আক্রমন কম হবে। আক্রমন বেশী হলে প্রোপাকোনাজল গ্রুপের রোগনাশক ১৫ দিন পরপর ৩ বার স্প্রে করতে হবে।

গন্ডার পোকা ঃ আক্রান্ত গাছের ছিদ্র পথে লোহার শিক ঢুকিয়ে সহজেই পোকা বের করে মারা যায়। ছিদ্র পথে সিরিঞ্জ দিয়ে অরগানোফসফরাস গ্রুপের কীটনাশক প্রবেশ করায়ে ছিদ্রের মুখ আঠালো মাটি দ্বারা বন্ধ করে দিলে পোকা মারা যায়।

নারিকেলের মাইট ঃ গাছ পরিষ্কার করে প্রোপারজাইট গ্রুপের ভার্টিমেক/ওমাইট ৪.৫ মিলি প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছের মাথায় স্প্রে করতে হবে। এছাড়া নারিকেলের ৩/৪ টি তাজা শিকড় কেটে ভার্টিমেক/ওমাইট মিশ্রিত বোতলে ডুবিয়ে মাটি দ্বারা ঢেকে রেখে দিলেও কার্যকরভাবে নারিকেলের মাইট দমন করা যায়।

এভাবে নারিকেল গাছের পরিচর্যা করা হলে কাঙ্খিত ফলন পাওয়া যাবে।

প্রচারে ঃ
বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প
কক্ষ নং-৭৩১, মধ্য ভবন (৭ম তলা), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫
ফোন: +৮৮ ০২-৯১০১১৭৫, ফ্যাক্স: +৮৮ ০২-৯১০৩৮৮৯, ই-মেইল: pdyrfp@gmail.com